চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ সভার কার্যপত্র।

বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মতো ভূমিধ্বস বাংলাদেশের পাবর্ত্য এলাকায় একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে পাহাড় ধ্বস হয় মূলতঃ বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাতের সময়। চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় অনেক ছোট বড় পাহাড় আছে। শহরের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সাথে সাথে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকৃত লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দিন দিন এলাকা সমূহ ঘনবসতিপূর্ণ হচ্ছে, সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে পাহাড় কর্তন করে বসতবাড়ী তৈরীর প্রবণতা। অন্যদিকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে সকল এলাকায় মারাত্মক হতে পারে চট্টগ্রাম মহানগরী তার মধ্যে অন্যতম। এর ফলে ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে ভূমিধ্বস বাড়তে থাকবে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, বিগত এক দশক ধরে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় ঘন ঘন পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটছে। সে সাথে বাড়ছে প্রাণহানি।

চট্টগ্রাম মহানগরের এই সমস্যাকে সামনে রেখে পাহাড় ধ্বসের কারণে ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে বুয়েট – জাপান ইনষ্টিটিউট অব ডিজাষ্টার প্রিভেনশন এন্ড আরবান সেফটি (বুয়েট–জিডপাস) USAID এবং NASA এর আর্থিক সহায়তায় নেপালে অবস্থিত "International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)" এর তত্ত্বাবধানে "Developing Dynamic Web–GIS based Early Warning System for the Communities at landslide Risk in Chittagong Metropolitan Area, Bangladesh" শীর্ষক এক বছর মেয়াদী একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) ওয়েব ভিত্তিক পাহাড় ধ্বসের একটি আগাম সতর্কব্যবস্থা তৈরী করা, যা বৃষ্টিপাতের আগাম সম্ভাবনা এবং ভূমিরূপের উপর নির্ভরশীল।

(২) চট্টগ্রাম মহানগরের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৃষ্টিপাতের প্রভাবে ভূমিধ্বসের সম্পর্ক বিশ্লেষন করা।

(৩) যে সকল কারণে ভূমিধ্বস হয় সে সকল কারণ সমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাহাড় সমূহে ভূমিধ্বস সংবেদনশীলতা বিশ্লেষন করা।

(৪) পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসরত জনসাধারণের ভূমিধ্বসের ঝুঁকিরোধে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরী করা।

ভূমিধ্বসের সতর্ক ব্যবস্থাটি ওয়েবসাইটে (www.landslidebd.com) রক্ষিত থাকবে, যা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার সাথে পরিবর্তিত হবে। এমতাবস্থায়, তিন থেকে পাঁচ দিন পূর্বে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় কোন অংশে পাহাড়ধ্বসের সম্ভাবনা থাকলে তা ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে এবং সাথে সাথে মোবাইল ফোনের খুদেবার্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সতর্কতা পৌছে যাবে। যা হয়তো অনেক মানুষের জীবন বাঁচাবে এবং ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনবে।

এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেশী বিদেশী ৬ (ছয়) সদস্যের একটি গবেষক দল প্রকল্পটিতে কাজ করছে। উক্ত গবেষক দলে রয়েছেন অধ্যাপক ডঃ তাহ্মিদ মালিক আল-হুসাইনী, বুয়েট, জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক ডঃ ইকুয়া তাহুতা, যুক্তরাজ্যের ইউনির্ভাসিটি কলেজ অব লন্ডন এর অধ্যাপক ডঃ ডেভিড আলেকজান্ডার ও পিএইচডি গবেষক বায়েস আহমেদ, বুয়েট-জিডপাস এর সহকারী অধ্যাপক মোঃ শাহিনুর রহমান এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক শারমিন আরা।

এ গবেষণায় একদিকে যেমন সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে যুগোপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমিধ্বসের ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি কমিয়ে আনার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উক্ত গবেষক দল ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর ৫৭টি স্থান চিহ্নিত করেছে, যেখানে বিগত দশকে ভূমিধ্বস হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী করেছে। বর্তমানে কমিউনিটি জরীপ এবং ভূমিরূপ জরীপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে জানা যাবে, চট্টগ্রাম মহানগরের কোন কোন এলাকা সমূহ ভূমিধ্বসে সংবেদনশীল, যা ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম মহানগরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সেই সাথে দূর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত চট্টগ্রাম মহানগরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উক্ত গবেষণা ভূমিকা রাখবে।